গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা/কর্মশালার রেকর্ড নোটস্

প্রধান আলোচক: ড. মো: আব্দুল হাকিম, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
স্থান : নবনির্মিত ভবনের আইসিটি ল্যাব (১৫ তলা), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
তারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মহোদয়ের সম্মতিক্রমে নবনির্মিত ভবনের আইসিটি ল্যাব (১৫ তলা), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকায় অংশীজনের কর্মশালা আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মহোদয়ের সঞ্চালনায় কর্মশালায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও আওতাধীন কর্মকর্তাবৃন্দ, নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভাগ বহির্ভূত কর্মকর্তাবৃন্দ, এনজিও কর্মকর্তা, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, শিক্ষক, অভিভাবক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ মোট ৭০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন স্বত:স্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

জনাব মোছাম্মদ রোখসানা হায়দার, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) শুরুতেই কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবহিত করেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের যাতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষকের ভূমিকা এবং মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ ও গুণগতম মান উন্নয়নে সকল অংশীজনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতায় সুশাসন নিশ্চিত করার অনুরোধ জানান। তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত "সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়" পুস্তিকায় সরকারের যেসব নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার তাগিদ দেন। সেই সাথে পাওয়ার পয়েন্টে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে যে সকল চর্চা সরকারিভাবে করা হচ্ছে তা অংশীজনের কাছে তুলে ধরেন।

পরিচালক (প্রশাসন) তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে তাঁর বক্তব্যে মানুষকে শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার চর্চা/ অনুশীলনের তাগিদ দেন। এ বিষয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিশাল সংখ্যক শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের দায়িত্বের বিষয়টি মনে করিয়ে দেন। বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে দপ্তর/ সংস্থা/ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেনস্ চার্টার, ই-গভর্ন্যান্স, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং অংশীজনের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। অংশীজনের বক্তব্য এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রম:	আলোচক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়নকারী
১	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ, উপপরিচালক (সংস্থাপন), প্রাশিঅ, ঢাকা।	উপপরিচালক (সংস্থাপন), তাঁর বক্তব্যে জনান, কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পদোন্নতিসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের মধ্যে আন্ত: যোগাযোগ বৃদ্ধি করে পড়াশুনার মান উন্নয়ন করতে বিভিন্ন ধরণের প্রেষণা দানকারী কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে।	বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশীজনের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকতে হবে।	মাঠ পর্যায় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা।
২	জনাব আবদুল মজিদ জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা	জেলা শিক্ষা অফিসার তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনার মান বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি জানান বিদ্যালয়সমূহে নিজ উদ্যোগে নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। তাছাড়া কিছু অভিভাবক সচেতন	বিদ্যালয়ের সাথে অভিভাবকদের যোগসূত্র বাড়াতে হবে।	

		নন যদি তাদের বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে সংযুক্ত করা হয় তা হলে বিদ্যালয়ে পড়ালেখার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। তাছাড়া কিছু অভিভাবক দরিদ্র ও সচেতন নহেন। যদি তাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হয় তাহলে বিদ্যালয়ের পড়ালেখার মান উন্নয়ন করা সম্ভব।		
৩	জনাব খন্দকার দীন মোহাম্মদ, সহকারী পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন), প্রাশিঅ।	বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান উন্নয়ন করতে মনিটরিং ও পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। ফলোআপ পরিদর্শন আবশ্যকভাবে করার সুপারিশ করেন।	ফলোআপ পরিদর্শন করে ফিডব্যাক সভার ব্যবস্থা করতে হবে।	পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ)।
৫	জনাব জিয়াউদ্দিন আহাম্মদ সহ: জেলা শিক্ষা প্রাথমিক অফিসার (ঢাকা)	শিক্ষা অফিসার, তাঁর বক্তব্যে জনান যে, ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যালয়সমূহের জন্য কোন নীতিমালা নেই। তাদের পরিচালনা ব্যয় কীভাবে নির্বাহ করা হবে তারও উল্লেখ নেই। বিদ্যালয় পরিচালনার একটি নীতিমালা তৈরির সুপারিশ করেন।	দ্রুত পরিচালক (পলিসি এন্ড অপারেশন) বিভাগ থেকে এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।	
৬	জনাব মাকসুদা রহমান, প্রধান শিক্ষক, ন্যাশনাল (বিকাল) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।	প্রধান শিক্ষক, তাঁর বক্তব্যে বলেন, সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষকগণের চাহিদাও সঠিক সময়ে পূরণ করা প্রয়োজন। শিক্ষকগণের পদোন্নতিসহ সকল পাওনাদি যথাসময়ে নিষ্পত্তির জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন) জানান মামলাসহ নানাবিধ জটিলতার কারণে পদোন্নতি প্রদানে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তবে কর্তৃপক্ষ আন্তরিক আছেন যথাশীঘ্রই শিক্ষকগণের পদোন্নতিসহ সকল যুক্তিসংগত সুবিধাদি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।	পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন)
৭	জনাব রুমা চৌধুরী, সহকারী শিক্ষক, পি এন্ড টি সরকারি প্রা: বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।	শিক্ষক তাঁর বক্তব্যে জানান যে, তাঁর বিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নেই। বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও টয়লেটসমূহ পরিচ্ছন্ন রাখা ও দাপ্তরিক কাজ সহজে সমাপ্ত করতে তিনি প্রতি বিদ্যালয়ে একজন করে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব করেন।	বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও টয়লেট অবশ্যই পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে বরাদ্দ বৃদ্ধি/ পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন।	পরিচালক (প্রশাসন) ও (পলিসি এন্ড অপারেশন)।
৮	জনাব শবনম সুলতানা, অভিভাবক, উপশহর বিকাল সপ্রাবি, মিরপুর, ঢাকা	শবনম সুলতানা, অভিভাবক, তাঁর বক্তব্যে জানান যে, বিদ্যালয়ে নির্মাণ কাজ হলে তাদের প্রাক্কলন বা অবহিত করা হয় না। এসএমসি ও অভিভাবকগণকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা হলে বিদ্যালয়সমূহে আশানুরুপ উন্নয়ন ঘটবে। নির্মাণ কাজ ভাল হবে। দুর্নীতি হ্রাস পাবে।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বেই প্রত্যেক বিদ্যালয়ের এককপি প্রাক্কলন প্রধান শিক্ষক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	নির্বাহী প্রকৌশলী/ পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)।

অংশীজনের সাথে মতবিনিময় কর্মশালার সুপারিশসমূহ:

১। বিধি অনুযায়ী শিক্ষকদের সকল সুবিধা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
২। বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজের প্রাক্কলন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিতকরণ এবং সে অনুযায়ী তদারকি করা;
৩। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শ্রেণি কক্ষে প্রয়োগ এবং উপকরণ সমৃদ্ধ পাঠ উপস্থাপন, পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করা, অংশীজনকে অবহিত করা;
৪। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা।
৫। সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেয়া।
৬। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
৭। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কর্মকর্তাদের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।
৮। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য অভিভাবক/মায়েদের সাথে আলোচনা করা ও প্রয়োজনে হোমভিজিট বৃদ্ধি করা।
৯। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।
১০। শূণ্যপদ পূরণ এবং যথাসময়ে পদোন্নতি প্রদান নিশ্চিতকরণ।

০৩/১০/২০২৪

১। মোছাম্মদ রোখসানা হায়দার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)
র‍্যাপোটিয়ার

০৩/১০/২০২৪

২। মোঃ শাহীন মিয়া
শিক্ষা অফিসার (প্রশাসন)
র‍্যাপোটিয়ার

স্মারক নং: ৩৮.০১.০০০০.১০৭.০০৬.০৩.২৪- ২০/২

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪৩১ / ০৩ অক্টোবর ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১. পরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।।
২. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (আইএমডি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে জাতীয় শুদ্ধাচার বক্সে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৩. বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা (সকল বিভাগ) (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণের অনুরোধ)।
৪. জনাব ----------।
৫. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬. অতিরিক্ত মহাপরিচালক/অতিরিক্ত মহাপরিচালক পিইডিপি-৪ এর ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)।
৭. অফিস কপি।

০৩.১০.২৪

এ.এস.এম.সিরাজুদ্দোহা
উপপরিচালক (সংস্থাপন)